রামানুজ কিভাবে শঙ্করের মায়াবাদ খণ্ডন করেছেন?

শঙ্করাচার্যের মতে, মায়া হল ব্রহ্মের একটি অনির্বচনীয় শক্তি, একে তিনি অবিদ্যা বা অজ্ঞানবলে অভিহিত করেছেন, তাঁর মতে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা, কিন্তু মায়া উপহিত ব্রহ্মও ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তির কাছে জগৎ রূপে প্রকাশিত হয়, এই প্রকার মায়াকে সৎ- অসৎ- সদসদ্ কোন কিছুই বলা যায় না, মায়া হল ব্রহ্মে আবরণ সৃষ্টিকারী শক্তি, মায়া সম্পর্কে শঙ্করের এই প্রকার মতবাদ রামানুজ স্বীকার করেন না, তাঁর মতে, মায়া শক্তির দ্বারা ব্রহ্ম কখনোই আবৃত হতে পারে না, বরং মায়া হল ব্রহ্মে স্থিত একটি শক্তি, তাই ব্রহ্ম সত্য, ব্রহ্মে স্থিত চিৎশক্তি এবং অচিৎশক্তি জীবজগৎ ও জড়জগৎ রূপে সত্য তেমনি মায়া শক্তিও সত্য, রামানুজ শঙ্করের মায়াবাদ খণ্ডন করতে সাতটি আপত্তি উত্থাপন করেছেন, এই সাতটি আপত্তি একত্রে 'সপ্তবিধানুপপত্তি' নামে পরিচিত, এগুলিকে ব্যাখ্যা করা যায় এভাবেঃ-

১। **আশ্রয়ানুপপত্তি:**

শঙ্করের অদ্বৈতবাদ অনুসারে মায়ার কোন আশ্রয় হয় না, রামানুজ বলেন, মায়া হল অজ্ঞান স্বরূপ, তাই সে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে আশ্রিত হতে পারে না কারণ জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম যদি অজ্ঞান স্বরূপ মায়ার আশ্রয় হয় তবে ব্রহ্মের স্বরূপের হানি ঘটবে, আবার জীব নিজে অবিদ্যা প্রসূত হওয়ায় জীবও অবিদ্যা বা মায়ার আশ্রয় হতে পারে না, জ্ঞান এবং অজ্ঞান দুটি পরস্পর বিরোধী- হওয়ায় তারা একত্রে অবস্থান করতে পারে না, ফলে শঙ্করের দর্শনে মায়ার আশ্রয় নেই, সেই কারণে তা অসিদ্ধ,

২। **অনির্বচনীয়ানুপপত্তি:**

শঙ্করের মতে, মায়া হল অনির্বচনীয়, অর্থাৎ সৎ- অসৎ বিলক্ষণ, রামানুজ এই ধরনের বক্তব্যের সমালোচনা করে বলেন বস্তু মাত্রই সৎ অথবা অসৎ- একরূপ হবে, কিন্তু কোন বস্তুই একই সঙ্গে সৎ এবং অসৎ উভয় হতে পারে না, মায়া সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য,

৩। **তিরোধান অনুপপত্তি:**

শঙ্কর বলেন, ব্রহ্ম নিজেই স্ব- প্রকাশক, কিন্তু মায়া বা অবিদ্যা ব্রহ্মের স্বরূপকে ঢেকে

Date __/__/__

রাখে, কিন্তু রামানুজের মতে, শঙ্করের এরূপ বক্তব্য সমর্থনযোগ্য নয়, কারন মায়ার দ্বারা যদি ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত হয় তবে ব্রহ্মের নাশ বা তিরোধান ঘটবে, — এর ফলে ব্রহ্মও অসিদ্ধ হয়ে পড়বে।

৪। স্বরূপ অনুপপত্তি :
শঙ্করের মতে, মায়া বা অবিদ্যার জন্য ব্রহ্ম জগৎ রূপে প্রতিভাত হয়েছে, এর উত্তরে রামানুজ বলেন মায়াকে সত্য কিংবা মিথ্যা কোন কিছুই বলা যায় না, কারন মায়াকে সত্য বলে অভিহিত করলে অদ্বৈতবাদের পরিবর্তে দ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়, আর মায়াকে মিথ্যা বলে অভিহিত করলে তার দ্বারা জগতকে ব্যাখ্যা করা যায় না, অর্থাৎ মায়ার স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না,

৫। নিবৃত্তি অনুপপত্তি :
শঙ্করের মতে, ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারাই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, রামানুজ এরূপ বক্তব্যের বিরুদ্ধে বলেন মায়ার নিবৃত্তি সম্ভব নয়, কারন মায়া সৎ।

৬। নিবর্তক অনুপপত্তি :
শঙ্করের মতে, নির্গুন ব্রহ্মের জ্ঞানই অজ্ঞান তথা মায়ার নিবর্তন, রামানুজ এই বক্তব্যের বিরোধিতায় বলেন গীতা, পুরান, স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে নির্গুন ব্রহ্মের উল্লেখ করা হয়েছে। সেই, বরং সগুন ব্রহ্মের উল্লেখ করা হয়েছে। তাই রামানুজের মতে, সগুন ব্রহ্মের জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তিলাভ সম্ভব হয়,

৭। প্রমান অনুপপত্তি :
রামানুজের মতে, অজ্ঞান হল জ্ঞানের অভাব, এটি ভাবসূচক কোন পদার্থ নয়, কিন্তু রামানুজ অজ্ঞানকে ভাবরূপে বলে অভিহিত করেছেন, রামানুজের মতে এইরূপ বক্তব্য সঠিক নয়, কারন মায়া বা অবিদ্যা হল অভাবসূচক। তাই তা প্রমানিত নয়,

এইভাবে রামানুজ সাতটি আপত্তির দ্বারা শঙ্করের মায়াবাদ খন্ডন করেছেন,

— x —

Atasi Mahapatra / B. A. Hons / Philosophy | Sem-2 | CC-3

Page No. ____